শিক্ষক

--তাপস কুমার দে

তখন দিনের সবে শুরু, ভোরের আলো ছিল শহরের রাস্তায়।শিক্ষক মশায় এসে দাড়ালেন মোড়ের দোকানটির সামনে। মনে তাঁর অধীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা।শহরের কাজ যখন সারা হয়েই গেছে তখন একবার দেখা করেই যাবেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছাত্রটির সাথে। দৃষ্টি তাঁর সস্নেহ ঐ দু'তলার ছাদে- ভাড়া বাড়িটির দিকে। ভাবলেন এবার ঘুরে যাবেন সোজা গলিপথে, যেদিকে গালিচা বিছানো আছে ঐ বাড়িটি অবধি। শরীরে যেন এক বিদ্যুৎ খেলে গেলো - আজ কতদিন পর প্রাণ ভরে দেখবেন তাঁর প্রিয় আদরের ছাত্রটিকে। কিন্তু একি! শিক্ষক মশায় থমকে দাড়ালেন।হঠাৎ ওনার বিবেক বলে ওঠলো - ''এ বাড়িতে তাঁর আর দরকার হবেনা''। শিক্ষক মশায় এবার আচম্বিতে দাঁড়িয়ে চশমার গ্লাসটা মুছলেন। চাকুরী জীবনের কত স্মৃতিই না তখন ভেসে আসছিল শরতের পেঁজা তুলোর মতো ঐ ছাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে। তুমার ক্লাসে আজ মন নেই মনে হচ্ছে,ভালো করে পড়াশুনা করে মানুষের মতো মানুষ হতে হবে তুমাকে,একি! মুখে এতো কালি কি করে লাগলো?তুমার প্রশ্নের উত্তর সবার থেকে আলাদা হতে হবে- আরো কত কি।এসব পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। কম্পিত হস্তে চশমার গ্লাসটা মুছে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন; মনে মনে আশীর্বাদ করে বিদায় নিতে গিয়ে দেখলেন সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছেনা-।রুমালটা বের করে চোখের জল মুছে ক্লান্ত দেহে অবসন্ন মনে এবার চলা শুরু করলেন।ধীরে ধীরে শহরের রাস্তায় হাটতে হাটতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। চুস্ আর চটি, মাঝখানে কম্পিত দুটি পা যেন চলতেই ভুলে গেছে।কোচোয়ান যেমন চাবুক মেরে তার গাড়ির গতি ঠিক রাখার চেষ্টা করে ঠিক তেমনি বিবেকের ঘায়ে শিক্ষক মশায় চলার ছন্দ খোঁজার চেষ্টা করতে লাগলেন। তখন বুঝলেন - নিরুপায় , বাস্তব , স্নেহ শব্দগুলির মানে।আবারও বিবেক বলে উঠলো ''তাঁর মতো গাঁয়ের শিক্ষকেরই প্রয়োজন নেই শহরের বড়ো বড়ো ডিগ্রীধারী স্বনামধন্য শিক্ষকদের সামনে। তাছাড়া তাঁর প্রিয় ছাত্রটিও তো আর আগের মতো নেই যে ,তাঁর আর প্রয়োজন হবে।এখন ওর বড়ো বড়ো কঠিন বই, ফিজিক্স, ক্যামিস্ট্রি, ম্যাথ -ওইসব নিয়েই সারাদিন ব্যাস্ত থাকতে হয় , পড়তে হয়। গাঁয়ের এই শিক্ষক কে মনে করার সময়ই বা কোথায় ওর। আর যেন হাটতে পারছেন না-গলা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে ; মাথাটাও ঝিম ঝিম করছে- মনে হচ্ছে যেন শহরের রাস্তাগুলি দৌড়চ্ছে।শিক্ষক মশায় আর হাটতে না পেরে সোজা বসে পরলেন ফুটপাতে- যেখানে বসে চারাগাছের মালিক ফুলগাছের চারা বিক্রি করে।কিয়ৎক্ষন স্থবীর হয়ে বসে থাকার পর শিক্ষক মশায় ভাবতে লাগলেন - 'রাতের অন্ধকারে যখন ঘুমের জন্য নির্জনতা পায় মানুষ ;সে সময়ই শিক্ষকের জেগে জেগে লিখার অবসর। এরই ফাঁকে সে দেখতে পায় ভবিষ্যত, কল্পনা নয়,বাস্তব নয়, তার থেকেও তীব্র এক সত্যকে বার বার মনে করিয়ে দেয় - তুমি শিক্ষক,তুমি সমাজের সবচেয়ে আলাদা এক জীব।তোমার কাউকে প্রিয় হিসাবে দেখার অধিকার নেই,কাউকে ভালবেসে বুকে টেনে নিয়ে একটু স্নেহ বা আদর করার অধিকার সমাজ তোমাকে দেবেনা -।তোমার স্বার্থকতা শুধু প্রদীপশিখার মতো জ্বলে পুড়ে ছাঁই হয়ে যাওয়ার মধ্যেই। এই বিশ্বাস ,এই দমবন্ধ জীবন নদী তীব্র গতিতে এগিয়ে মিশে যাচ্ছে ওই দূরের নক্ষত্রের আকাশে যেখানে চলার শেষ নেই।এর মধ্যে হঠাৎ লক্ষ করলেন একটি ধূমকেতু সবেগে চলে যাচ্ছে - তাড়াতাড়ি চশমার কাঁচটা মুছে তাকালেন; দেখলেন ভালোকরে ,সোজা চলে যাচ্ছে তার নিজস্ব ছন্দে ,ঠিক আগে যে ছন্দে বা লয়ে সে তার চলার পথকে ধন্য করতো আজও ঠিক তেমনই চলছে। শিক্ষক মশায় যেন প্রান ফিরে পেলেন। ওঠে দাঁড়িয়ে ডাকতে যাবেন ,কিন্তু ততক্ষনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাঁর আদরের ছাত্রটি ততক্ষনে অনেকটা দূর চলে গেছে।শিক্ষক মশায় তার যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে রইলেন এক পলক- সে গলির মোড়ে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।বৃথা চেষ্টা-। এবার আর পথ শেষ হচ্ছেনা ,একটা চাঁপা দীর্ঘশ্বাস ওঠে এলো বুক থেকে-। মনে মনে প্রার্থনা করলেন -'ভগবান , মানুষের মতো মানুষ করো ,সুখী করো তাকে জীবনে, গাঁয়ের শিক্ষককে নাইবা রাখলো মনে, তবুও তো সে শিক্ষক মশায়ের প্রানেরও প্রিয়।।